দাওলাতুল ইসলামের মুখপাত্রের

অডিও বার্তার অনুবাদ

فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُم بِهِ

সুতরাং তোমরা যে সওদা করেছ, সে সওদার জন্য আনন্দিত হও

শাইখুল মুজাহিদ আবু হুজাইফা আল আনসারী

(আল্লাহ তাকে হেফাজত করুন)

অনুবাদেঃ আত-তামকীন মিডিয়া

BN বাংলা

আল ফুরকান ফাউন্ডেশন

সুতরাং তোমরা যে সওদা করেছ, সে সওদার জন্য আনন্দিত হও

দাওলাতুল ইসলামের অফিসিয়াল মুখপাত্র শাইখুল মুজাহিদ আবু হুজাইফা আল আনসারী -হাফিজাহুল্লাহ- এর অডিও বক্তব্যের বাংলা অনুবাদ

প্রকাশিত:
১৬ই মুহাররম ১৪৪৫ হিজরি

মূল শিরোনামঃ
فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُم بِهِ

অনুবাদে:
আত-তামকীন মিডিয়া

আল্লাহর অফুরন্ত নিয়ামতের জন্য অফুরন্ত প্রশংসা, তাঁর বর্ধিত নিয়ামতের জন্যও অনুরূপ প্রশংসা। দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক সেই নবীর উপর যিনি স্বয়ং পরিচালনা করেছেন যুদ্ধের পর যুদ্ধ। তামান্না করেছেন হায় যদি তার রবের পথে মিলতো শাহাদাহ! আরো সালাম এবং দূরুদ বর্ষিত হোক তার পরিবারবর্গ ও সাহাবীদের উপর, যারা তারই পথে চলেছেন এবং অনুসরণ করেছেন তারই পদাঙ্ক, তারপর সেই পথের উপর পরিবর্তন, পরিবর্ধন ছাড়াই অবিচল থেকেছেন যতক্ষণ না এসেছে তাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে মৃত্যু। অতঃপর:

যখন আল্লাহ তায়ালা মুমিনদের সাথে এই চুক্তি সম্পাদন করলেন যে তারা তাদের জান আল্লাহর নৈকটের আশায় বিক্রি করে দিবে, আর এর বিনিময়ে তিনি নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে দিবেন জান্নাত; তখন থেকেই শহীদদের মিছিল একের পর এক এই চুক্তি বাস্তবায়ন করে যাচ্ছেন। এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা কোরআনে বিস্তারিত বলেছেন। সেখানে তিনি চুক্তির শর্ত সমূহ এবং এর ফলাফল নিয়ে বিস্তীর্ণ আলোচনা করেছেন তিনি বলেনঃ { নিশ্চই আল্লাহ ক্রয় করে নিয়েছেন মুসলমানদের থেকে তাদের জান ও মাল এই মূল্যে যে, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত। তারা যুদ্ধ করে আল্লাহর রাহে; অতঃপর মারে ও মরে। তওরাত, ইঞ্জিল ও কোরআনে তিনি এ সত্য প্রতিশ্রুতিতে অবিচল। আর আল্লাহর চেয়ে প্রতিশ্রুতি রক্ষায় কে অধিক? সুতরাং তোমরা আনন্দিত হও সে লেন-দেনের উপর, যা তোমরা করছ তাঁর সাথে। আর এ হল মহান সাফল্য } [আত তাওবাহ - ১১]

ইমাম কুরতুবী রাহিমাহুল্লাহ বলেন: <<আল্লাহ তার বান্দাদের সাথে এই চুক্তি করেছেন যে, তারা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় ও তার আনুগত্যে নিজেদের জান এবং মালকে নিঃশেষ করে দিবে, যখন তারা জান এবং মাল পুরোপুরি বিলিয়ে দিবে, তখন আল্লাহ এর বিনিময়ে তাদেরকে দিবেন জান্নাত! কিন্তু এটি আসলে কখনোই বিনিময় হতে পারে না, কারণ জান্নাত এমন বস্তু যার কোন বিনিময় বা কোন মূল্য নির্ধারণ সম্ভব নয়। আসলে শুধুমাত্র আমাদেরকে বুঝানোর জন্যই আল্লাহ এখানে ক্রয় বিক্রয় চুক্তির উপমা দিয়েছেন। তো এই চুক্তিতে বান্দার দায়িত্ব হলো, জান এবং মাল খরচ করা, আর আল্লাহর দায়িত্ব হল আজর ও বিনিময় দেয়া>>

দাওলাতুল ইসলামের আমীর ও সম্ভ্রান্ত নেতৃবর্গ সবসময় এই চুক্তি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা করে আসছেন। আর এই চুক্তি সম্পন্নকারীদের তালিকায় সর্বশেষ যুক্ত হলেন- খলিফাতুল মুসলিমিন শাইখুল মুজাহিদ: আবুল হুসাইন আল হুসাইনি আল কুরাইশী, আল্লাহ তাকে শহীদদের মাঝে কবুল করুন এবং চিরন্তন আবাসভূমিতে তার মর্যাদাকে বুলন্দ করুন।

মুসলিম উম্মাহ ও দাওলাতুল ইসলামের সৈনিকগণকে আমরা এই মর্মে শোকবার্তা দিচ্ছে যে, আমিরুল মু'মিনিন আবুল হুসাইন আল হুসাইনী শাহাদাত বরণ করেছেন। দ্বীনের সাহায্য ও আল্লাহর কালিমাকে বুলন্দ করার কাজে তিনি তার পূর্বসূরিদের পথেই অবিচল ছিলেন, আপন মাওলার অনুগ্রহ লাভের আশায় নিজের জীবনকে উৎসর্গ করেছেন। আমরা এমনটি মনে করি, তবে আমরা তাঁর সাফাই পেশ করছি না। কেননা তাঁর পূর্বসূরি আবুল হাসানের পর তিনি পতাকা গ্রহণ করেন ঘোর সংকটময় ও জটিল এক পরিস্থিতিতে। কিন্তু তিনি হাল ছেড়ে দেননি কিংবা অক্ষমতা দেখাননি। বরং দাওলাতুল ইসলামের জন্য উৎকৃষ্ট ও বলিষ্ঠ নেতৃত্বের ভূমিকা রেখেছেন এবং এমনসব দায়িত্ব কাঁধে নিয়েছেন যার ভারে পর্বতমালাও নুয়ে পড়ে। তিনি কাফেরদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন এবং তাদের আক্রমণ প্রতিহত করেছেন। কুফরের সাথে এভাবে ঘাত প্রতিঘাতের লড়াই করতে করতে অবশেষে তিনি নিজের জান দিয়ে তাওহীদের মূল্য পরিশোধ করলেন। ফলে তিনি যথেষ্ট করেছেন এবং পরিপূর্ণ করেছেন; আমরা এমনটি মনে করি, তবে আল্লাহই অধিক ভালো জানেন।
অতপর শাইখ -তাকাব্বালাহুল্লাহ-এর শাহাদাহ নিয়ে আজ আমরা বিস্তারিত তথ্য প্রকাশ করছি, যেন তুরস্কের মিথ্যাচার সকলের সামনে স্পষ্ট হয়ে যায়। তারা মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য এই ঘটনাকে একটি মিথ্যা ও বানোয়াট নাটকের রূপ দেয় এবং মিডিয়ায় প্রচার করে। কাজেই আল্লাহর সাহায্য চেয়ে আপনাদের জন্য সত্য বর্ণনা তুলে ধরছি:

ইদলিবের পল্লী অঞ্চলের কোন এক এলাকায় তুর্কি গোয়েন্দা সংস্থার লেজুর, মুরতাদ পা চাটা হাইয়ার সাথে সরাসরি সংঘর্ষের পর শায়েখ রহিমাহুল্লাহ শহীদ হন। শায়েখ নিজ দায়িত্ব পালনকালে মুরতাদরা তাকে গ্রেফতার করার প্রয়াস চালায়, সে সময় তিনি নিজ অস্ত্র নিয়ে তাদের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হলে আহত হয়ে পরে নিহত হন। গোয়েন্দা সংস্থার গুপ্তচরদের ঘৃণ্য কাজ এখানেই শেষ হয়নি, তারপর তারা নিকটেই আরেক স্থানে মুখপাত্র শায়খ আবু ওমর আল মুহাজির এর জন্য উৎ পেতে থাকে; যেখানে তিনি তার কিছু সঙ্গীকে নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজে ব্যস্ত ছিলেন। তারা চক্রান্ত করে তার উপর আক্রমণ চালায় এবং তাকে গ্রেফতার করতে সক্ষম হয়। "আল্লাহ ইজ্জতের সাথে তাকে মুক্ত করুন"। এখানে এসেও তাদের অপরাধ থামেনি, বরং তারা কিছু নিরপরাধ মহিলাকেও গ্রেফতার করে এবং তাদের মাধ্যমে কিছু গোপনীয় ফাইল ও তথ্য উদঘাটনের জন্য দরকষাকষি চালায়! এই সবই ছিল মুওয়াহহিদদের প্রতি তাদের যুদ্ধ ও কুফফারদের প্রতি তাদের

আনুগত্যের বহিঃপ্রকাশ। তারা আতাতুর্ক খলিফা, তাগুত এরদোগানের গোলামী করতে এসব করেছে। এর দ্বারা তারা তার সাহায্য এবং সন্তুষ্টি লাভ করতে চায়! তারা আল্লাহর অসন্তুষ্টির বিনিময়ে তাগুত এরদোগানের সন্তুষ্টি লাভে মরিয়া! আল্লাহ, তার ফেরেশতাগণ, এবং সকল সৃষ্টি জগতের লানত তাদের উপর।

মুরতাদ হাইয়া তুর্কি সরকারের প্রতি তাদের আনুগত্য ও অফাদারি প্রমাণ করার জন্য শাইখ আবুল হুসাইন -তাকাব্বালাহুল্লাহ-কে তুরস্কের কাছে হস্তান্তর করেছে। যেন তুরস্কের তাগুত তার নির্বাচনী অভিযানে এটাকে একটি বড় সাফল্য হিসেবে দেখাতে পারে। এভাবে তারা মুমিনদের রক্ত ঝড়িয়ে তাদের মূর্তির নৈকট্য হাসিল করে! আর তারা ভোটদাতা ও ভোটগ্রহীতাদের চেয়েও নিকৃষ্ট উপায়ে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করল! এভাবেই তারা তাদের পূর্ববর্তী কুফর ও অপরাধের তালিকায় নতুন কুফর ও অপরাধ যোগ করল।

তুর্কি তাগুতও সুযোগটাকে লুফে নেয়। এবং সে মিডিয়ার সামনে এসে সদর্পে খলিফাহকে হত্যার সংবাদ দেয়। এবং তার গোয়েন্দা সংস্থা-ই এ কাজ করেছে বলে দাবী করে। কিন্তু কেউ তার কথা বিশ্বাস করেনি। আর তার মিডিয়াগুলো মিথ্যা, বানোয়াট কিছু ছবি ও রিপোর্ট দিয়ে নাটক সাজানোর চেষ্টা করে। অন্যদিকে পুরো বিশ্ব অপেক্ষা করছে কখন ফুরকান থেকে নিশ্চিত বিবরণ আসবে।

আজ আমরা ঘটনাটি গোপন না করে বিস্তারিত বর্ণনা তুলে ধরছি। কেননা এতে লজ্জা বা অসম্মানের কিছু নেই। আমাদের মাশায়েখ ও আমিরদের উপর দিয়ে যা অতিবাহিত হচ্ছে মুসলিমদের স্বর্ণযুগে তাদের সর্বোত্তম ব্যক্তিদের উপরেও এমনটি অতিবাহিত হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা তাঁর নবীকে লক্ষ্য করে বলেনঃ <<হে নবী! সেই সময়কে স্মরণ কর, যখন কাফেরগণ তোমাকে বন্দী করা অথবা তোমাকে হত্যা করা কিংবা তোমাকে দেশ থেকে বহিষ্কার করার জন্য তোমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছিল। তারা তো নিজেদের ষড়যন্ত্র পাকাচ্ছিল আর আল্লাহও নিজ কৌশল প্রয়োগ করছিলেন। বস্তুত আল্লাহ সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কৌশলকারী।>> [আনফাল : ৩০] সুতরাং কোরআনে বর্ণিত এই তিনটি অবস্থার যেকোনো একটি মুজাহিদদের সাথে ঘটে, যখন তারা কুফরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সংকটপূর্ণ অবস্থায় থাকে। আমরা দৃঢ় বিশ্বাস করি এবং এই বলে আত্মসমর্পণ করি যে, আমাদের যা হয়েছে তা ভালোর জন্যই হয়েছে; এমনকি এর হিকমত আমাদের কাছে অজানা থাকলেও। সূক্ষ্মদর্শী এবং সর্ব বিষয়ে ওয়াকিফহাল মহান রবের তাকদীর ও ফায়সালাকে আমরা ঈমান বিল ক্বদরের দাবী অনুসারে সবর ও সন্তুষ্টির সাথে গ্রহণ করি। আমাদের কোন অসন্তুষ্টি বা বিরাগ নেই। আছে কেবল ইমান, সওয়াবের প্রত্যাশা ও মহান আল্লাহর ওয়াদার ব্যাপারে ইয়াকিন ও বিশ্বাস। আমরা বিশ্বাস করি, আল্লাহ আমাদের জন্য যা পছন্দ করেন তা অবশ্যই আমাদের নিজ পছন্দের চেয়ে উত্তম। আল্লাহর শপথ, রবের ওয়াদার প্রতি ইয়াকিনের প্রশান্তি যার নেই এবং তিক্ত-মিষ্ট, ভালো-মন্দ সকল তাকদিরের ফায়সালায় আত্মসমর্পণের স্বাদ যার নেই সে ঈমানের স্বাদ বুঝবে না। মূলত পূর্বাপর সকল বান্দাদের মাঝে শ্রেষ্ঠত্বের প্রতিযোগিতায় তারাই এগিয়ে আছে যারা ঈমান বিল কদরে এগিয়ে আছে। তাকদীরের প্রতি এই বিশ্বাসই আপনার মাঝে আপনার মাওলার প্রতি ভালোবাসা সৃষ্টি করবে, আপনার মাওলাও আপনাকে ভালোবাসবেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ <<আল্লাহ তাদেরকে ভালবাসেন, আর তারাও আল্লাহকে ভালোবাসে>>

নিশ্চয়ই খিলাফাহর সৈনিকগণ ও তাদের কমান্ডারগণ জিহাদের পথে অবশ্যম্ভাবী বিপাদাপদের কথা জেনে বুঝেই এ পথে এসেছেন। তারা জানেন জিহাদের পথে চলতে গেলে হত্যা, খুন ও দেশান্তরের মতো চড়া মূল্য দিতে হয়। এগুলো থেকে পালানোর কোন সুযোগ নেই। আর আমরা যদি গ্রেফতারের ভয় করতাম কিংবা হত্যা থেকে পালিয়ে বেড়াতাম তাহলে আমাদের ঘোড়াগুলোকে ক্লান্ত করার কোন প্রয়োজন ছিল না, আমরা ধ্বংসপ্রাপ্ত দুনিয়া নিয়ে খেল তামাশা লিপ্ত হতাম অথবা ঘুমিয়ে জীবন পার করে দিতাম। অবশেষে খেয়ে দেয়ে শরীর ভারি করে বিছানায় মৃত্যুবরণ করতাম! কিন্তু কিভাবে তা সম্ভব! এখানে যে আল্লাহর সাথে কৃত ওয়াদা, চুক্তি এবং ক্রয় বিক্রয়ের লেনদেন রয়েছে !! <<সুতরাং তোমাদের সম্পাদিত বিক্রয় চুক্তিতে তোমরা খুশি হও, আর এটাই মহান সফলতা>>

এজন্যই দাওলাতুল ইসলামের সৈনিক ও কমান্ডারগণ এ পথের মূল্য দেওয়ার জন্য প্রতিযোগিতা করেন এবং আল্লাহর কাছে সমর্পিত হয়ে যাবতীয় দুঃখ কষ্ট হাসি মুখে বরণ করে নেন। কারণ তাদের প্রত্যাশা কেবল আল্লাহর কাছেই। <<আর আল্লাহর কাছ যা রয়েছে তা সর্বোত্তম ও চিরস্থায়ী>>, ফলে আপনজনরা তাদের থেকে দূরে সরে গেছে, শত্রুরা তাদের পিছনে লেগেছে এবং মানুষের তিরস্কার ও ভৎসনা শুনতে হয়েছে।

দাওলাতুল ইসলাম শুরু থেকে আজ অবধি সর্বদাই ইসলামের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করে আসছেন এবং সম্মানিত আমীরদের রক্ত বিসর্জন দিয়ে ইসলামের পতাকাকে সমুন্নত করছেন। এই দেখুন, আবু মুস'আব যারকাভী -তাকাব্বালাহুল্লাহ- যিনি ছিলেন অত্যন্ত আবেগপূর্ণ ও গুরু গম্ভীর। তাঁর ক্ষতবিক্ষত দেহের উপর

প্রতিষ্ঠিত হলো দাওলাতুল ইরাক আল-ইসলামিয়া; যার নেতৃত্বে আমিরুল মু'মিনীন আবু ওমর আল বাগদাদী এবং তার যুদ্ধ মন্ত্রী আবু হামজা আল মুহাজির। তারপর তারাও একযোগে লড়াই চালিয়ে গেলেন যতক্ষণ না একই আক্রমণে দুজনে শহীদ হলেন এবং তখন শত্রু মনে করলো এটাই বুঝি শেষ। অতপর আল্লাহ তাদেরকে হতাশ করে দিলেন এবং তাদেরকে শায়েস্তা করার জন্য বেরিয়ে এলেন প্রথম খলিফা আবু বকর আল বাগদাদী। তিনি ইরাকে পতাকা গ্রহণ করে, শামের মুসলিমদের সাহায্য ও সহযোগিতার জন্য সেখানেও এই পতাকা পৌছে দিলেন। ফলে আল্লাহ তাকে সাহায্য করলেন এবং সকল উপায় উপকরণ তাঁর জন্য সহজ করে দিলেন। অতঃপর তিনি নবুয়তের আদলে খিলাফাহর ঘোষণা করলেন এবং হারিয়ে যাওয়া শরীয়তকে তিনি পুনরায় নবায়ন করলেন। ফলে পৃথিবীর সকল নিকৃষ্ট শক্তি একযোগে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। এভাবে বহু যুদ্ধ আর বিপদের মাঝেও শায়খ তাওহীদের পতাকা আঁকড়ে অবিচল রইলেন। অবশেষে আমেরিকার মুখের উপর নিজের বিস্ফোরক বেল্টের বিস্ফোরণ ঘটান এবং ছিন্নভিন্ন শরীর নিয়ে শাহাদাহ বরণ করেন। তখন তারা বলে উঠল: এই তো! এই তো! শেষ হয়েছে খিলাফাহ! পতন হয়েছে তাদের দাওলাহ। ঠিক তখনই দ্বিতীয় খলিফা আবু ইব্রাহিম আল কুরাইশি উঠে দাঁড়ালেন। তিনি মজবুত হাতে খিলাফাহর দায়িত্ব গ্রহণ করে পতাকা উচিয়ে ধরলেন। তিনি তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তার সাথে যুদ্ধ পরিচালনা করলেন, এবং গোয়াইরান মালহামার মাধ্যমে পুরো বিশ্বকে হতবাক করে দিলেন। এরপর তিনি ক্রুসেডার সেনাদের বিরুদ্ধে তার পরিবারকে সাথে নিয়ে আরেকটি যুদ্ধে ঝাপিয়ে পড়েন এবং আপন প্রতিপালকের কাছে নিজের রূহকে সঁপে দেন। তারপর পতাকা বহন করলেন তৃতীয় খলিফা আবুল হাসান। তিনি দক্ষিণ দিকের যুদ্ধগুলোতে মনোনিবেশ করেন। ফলে নতুন করে নুসাইরী ও তাদের দালালদের মাতম শুরু হয়ে গেলো এবং তাদের অন্তরে রক্তক্ষরণ হতে লাগলো! অবশেষে নিজ সেনাদের সাথে এক যুদ্ধে শরিক হন এবং আল্লাহর পথে নিজের জীবন ও সম্পদ বিলিয়ে দেন। তখন আমেরিকার মতো তাদের ভাড়াটে গোলামরাও ভাবতে লাগলো যে, এবার হয়তো দাওলাহ শেষ হয়ে গেলো। কিন্তু প্রতিবারের মতো এবারও তাদের ধারণা ভুল প্রমাণিত হলো। এভাবে চতুর্থ খলিফা আবুল হুসাইন এর নিকট পতাকা পৌঁছে গেল। সময়টি ছিলো বড় কঠিন। কিন্তু পূর্বসূরিদের পথ থেকে বিচ্যুত হননি। বরং ধৈর্যের সাথে রিবাত ও যুদ্ধ চালিয়ে গেলেন যতক্ষণ না তাগুতের পালিত গোলামদের হাতে আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে শাহাদাত বরণ করেন। এভাবেই ত্যাগ ও অফাদারিতে পরিপূর্ণ খলীফাদের চার সংখ্যা পূর্ণ হল। -আল্লাহ তাদেরকে শহীদ হিসাবে কবুল করুক-

এই চার খলিফার সাথে যা ঘটেছে পূর্বেকার খোলাফায়ে রাশেদিনের সাথেও এমনটি ঘটেছিলো। আর এটিই আল্লাহর সুন্নাহ। তারাও নিহত হয়েছিলেন তরবারি বা ছুরির আঘাতে বিশ্বাসঘাতকতার শিকার হয়ে। এমন কি সে সময় তারা তাদের সঙ্গীদের সাথেই ছিলেন এবং খিলাফাহর দায়িত্বেই ছিলেন। এভাবে নিহত হওয়ার জন্য না কেউ তাদের সমালোচনা করেছে আর না কেউ তাদের খিলাফাহর দোষ চর্চা করেছে। যখন মৃত্যুর নির্ধারিত সময় এসে উপস্থিত হয়েছিল তখন তাদের কারও সেটাকে ঠেকানোর ক্ষমতা ছিল না। আল্লাহ তা'আলা বলেন: <<"তারপর যখন তাদের নির্ধারিত সময়ে এসে উপস্থিত হয়, তখন এক মুহূর্ত আগ পিছ করার ক্ষমতা কারো থাকে না>> আর তারা আল্লাহর সাথে কৃত বিক্রয় চুক্তি বাস্তবায়ন করার পরেই এই দুনিয়া ছেড়েছেন। তারা তাদের জীবন শেষ করেছেন এমন ভাবে যে তারা বিন্দু পরিমাণও পরিবর্তন হননি। আর তাদের দেখানো পথেই চলছে দাওলাতুল ইসলামের খলিফাগণ।

খলিফাহর মৃত্যু সংবাদ দাওলাতুল ইসলাম এর মজলিসে সুরার কাছে পৌঁছার সঙ্গে সঙ্গেই "আহলুল হাল ওয়াল আকদ" একত্রিত হয়েছেন। এবং তারা মত বিনিময় ও মাসওয়ারা করে সাহসী নেতা শাইখুল মুজাহিদ "আবু হাফস আল হাশিমি আল কুরাইশী" হাফিজাহুল্লাহ-কে মুসলিমদের আমির ও খলিফাহ হিসেবে নিয়োগ দেয়ার ব্যাপারে একমত হয়েছেন। অতপর তিনি বাইয়াত গ্রহণ করেছেন এবং দায়িত্ব বুঝে নেয়ার সাথে সাথেই আপন প্রতিপালকের সাহায্য নিয়ে, তার উপর ভরসা করে ইসলামী শরীয়তের রক্ষণাবেক্ষণ ও জিহাদ চালিয়ে যাওয়ার গুরুদায়িত্ব পালন করতে শুরু করেছেন। তিনি নিজের শক্তি এবং বুদ্ধিমত্তা ছেড়ে আল্লাহর শক্তি এবং সাহায্যের আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। আমরা আল্লাহর কাছে তার জন্য শক্তি, সাহায্য, হেদায়েত এবং দৃঢ়তা কামনা করি।

কোরআন - হাদিস উভয়ের নস দ্বারা খলিফাহ নিয়োগ করা এবং তাকে বাইয়াত দেওয়া ওয়াজিব সাব্যস্ত হয়। আর কোন বান্দার বাইয়াত মুক্ত থাকা, অথবা বাইয়াত দেওয়ার পর তা ভঙ্গ করাকে ইসলাম হারাম সাব্যস্ত করেছে। যেমন সহিহ মুসলিমে আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাযিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছি: <<যে ব্যক্তি আনুগত্যের হাত প্রত্যাহার করে নেয় সে কেয়ামতের দিন আল্লাহর সাথে এমন ভাবে সাক্ষাৎ করবে যে তার পক্ষে কোন দলিল প্রমাণ থাকবে না, আর যে এমন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে যে তার কাঁধে কারো বাইয়াত নেই সে জাহিলিয়াতের মৃত্যু বরণ করলো!>> একজন বুদ্ধিমান

মুসলিমের জন্য নবীজির বলা ভয়ংকর এই মৃত্যুর বর্ণনাটি-ই যথেষ্ট।

কেননা আজ মুসলিম উম্মাহর সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো বিচ্ছিন্নতা, দলাদলি আর মতবিরোধ। আর আল্লাহ তা'য়ালা সুস্পষ্টভাবেই এটি নিষেধ করেছেন। তিনি বলেনঃ <<তোমরা নিজেরা পরস্পর বিবাদ করবে না। করলে তোমরা পরাজিত হবে এবং তোমাদের গাম্ভীর্য চলে যাবে>> বরং এর বিপরীতে তিনি একতা, দৃঢ়তা এবং জামাতবদ্ধ হওয়াকে ওয়াজিব ঘোষণা দিয়ে নির্দেশ দিয়েছেন: <<তোমরা সকলে একত্রে আল্লাহর রজ্জুকে মজবুতভাবে আঁকড়ে ধরো এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না>>, কাতাদা রাহিমাহুল্লাহ বলেন: "আল্লাহ তা'আলা তোমাদের জন্য বিচ্ছিন্নতাকে অপছন্দ করেছেন এবং তা উল্লেখ করে তিনি এর থেকে বেঁচে থাকতে এবং দূরে থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি তোমাদের জন্য শুনা এবং মান্য করা, ভালোবাসা এবং জামাতবদ্ধ থাকাকে পছন্দ করেছেন। সুতরাং তোমরা নিজেদের জন্য তাই পছন্দ কর যা আল্লাহ তোমাদের জন্য পছন্দ করেছেন"।
সুতরাং হে মুসলিমগণ, আপনারা রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং তার সাহাবাদের অনুসরণ করে শুনা, মান্য করা, জিহাদ, হিজরত এবং জামাতের পথে এগিয়ে আসুন! আজ জামাআত ছাড়া মুসলিমদের একতা কোনভাবেই সম্ভব নয়। আর খিলাফাহ ছাড়া জামায়াত কোনভাবেই সম্ভব না। আবার এমন একজন ইমাম ছাড়া খিলাফাহ সম্ভব নয়, যিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ এর মানহাজ দ্বারা জনগণকে শাসন করবেন, এবং সকল কুফরী ও জাহিলি মানহাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে যাবেন।

খিলাফাহর শত্রুপক্ষ এবং বিচ্ছিন্নতাবাদী গ্রুপগুলো হিংসার বশবর্তী হয়ে খিলাফাহ এবং এর বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তোলে। মূলত তারা নিজেদের খেয়াল খুশির অনুসরণ করে খিলাফাহর মহান হুকুমকে ঘোলাটে করতে চায় এবং এর অনুসরণ থেকে দূরে থাকতে চায়। এ ব্যাপারে আলোচনা করতে গেলে আলোচনা অনেক দীর্ঘ হবে। কিন্তু আমরা এখানে মহান পূর্ববর্তী ওলামাদের অল্পকিছু বক্তব্য পেশ করব, যা বিবেকবান জ্ঞানী ব্যক্তিদের জন্য যথেষ্ট হবে:

ইমাম মাঝিরি রহিমাহুল্লাহ বলেন: "ইমামের বাইয়াত সংঘটিত হওয়ার জন্য আহলুল হাল ওয়াল আকদের কিছু সদস্য-ই যথেষ্ট, সবার অন্তর্ভুক্তি জরুরী নয়। এটাও জরুরী নয় যে (সাধারণ লোকদের) প্রত্যেকে ইমামের কাছে উপস্থিত হয়ে তার হাতে হাত রেখে বাইয়াত দিতে হবে। বরং এতটুকুই যথেষ্ট যে, তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ বা বিরোধিতা না করে তারা তার আনুগত্য ও অনুসরণ করবে" [ফাতহুল বারী]

ইমাম নববী রহিমাহুল্লাহ বলেন: খলিফাহ নিয়োগের জন্য সকল মানুষের বাইয়াত প্রদান জরুরি নয়। এমনকি 'আহলুল ওয়াল আকদের সকল সদস্যে বাইয়াত দিতে হবে' এমন কোন শর্তও নেই। বরং নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ, সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ, এবং ওলামাদের মধ্য থেকে যাদের একত্রিত হওয়া সম্ভব শুধু তাদের বাইয়াতই যথেষ্ট....। এটাও জরুরী নয় যে প্রত্যেক ব্যক্তি ইমামের কাছে এসে সরাসরি তার হাতে হাত রেখে শপথ গ্রহণ করবে। বরং শুধু ওয়াজিব হল আনুগত্যের বিপরীত কোন কাজ না করা এবং বিদ্রোহ না করা।

একটু ভেবে দেখুন, বাইয়াতের ব্যাপারে হেদায়েত প্রাপ্ত পূর্ববর্তী ইমামগণের ফিকহি বুঝ কেমন ছিলো। এটা তখনকার কথা যখন বিমান বা ড্রোন হামলার কোন ঝুঁকি ছিল না। তারপরও তারা মুসলিমদের একতা ধরে রাখার জন্য এবং খলিফাহর বাইয়াত পুরা করার জন্য এতোটা ছাড় দিয়েছেন, এবং সহজ করেছেন! অথচ তাদের সময়টা বর্তমান সময়ের চেয়ে ভালো ছিলো। এটা এজন্যই যে তারা আনুগত্যের ব্যাপারে সত্যবাদী ছিলেন এবং মুসলিমদের ঐক্যের মূল্য তারা বুঝেছিলেন। আর আজকের আমলশূন্য ইলমের দাবিদাররা! তাদের মাঝে শুধু দুটি জিনিসই পাওয়া যায়; হয়তো তারা আনুগত্যের ব্যাপারে মিথ্যাবাদী অথবা মুসলিমদের ঐক্যের গুরুত্ব অস্বীকারকারী। এই ধরনের আলেমকে মূল্য না দিয়ে তার মতামতকে উপেক্ষা করাই যুক্তিযুক্ত। কারণ সে আলেম নয় বরং বাতিলপন্থী এবং জাহেল।

সুতরাং হে সকল স্থানের মুসলিমরা! আপনাদের জন্য রয়েছেন সম্মানিত শায়খ আবু হাফস আল হাশিমি আল কুরাইশী -হাফিজাহুল্লাহ- আপনারা তার বাইয়াতের জন্য হাত প্রসারিত করুন এবং এই বাইয়াতের মাধ্যমে শত্রুর অন্তরকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিন। কেননা নিশ্চয়ই আপনাদের খলিফাহ একজন মহান সম্মানিত ইমাম। যুগের পরিক্রমা যাকে অভিজ্ঞ করে ছেড়েছে, বহু বিষয়ের পরিচালনা যাকে দক্ষতার উচ্চ শিখরে পৌঁছে দিয়েছে! মুরতাদ ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে যিনি বহু যুদ্ধ পরিচালনা করেছেন! তাই আমরা তাকেই এই মহান গুরু দায়িত্বের উপযুক্ত মনে করি। - আর আল্লাহই তাঁর ব্যাপারে ভালো জানেন। কাজেই, আপনারা রাব্বুল আলামিনের ডাকে সাড়া দিয়ে এই খলিফাহর কথা শ্রবণ করুন এবং মান্য করুন। নিশ্চয়ই আল্লাহ আপনাদেরকে মজবুত রজ্জু আঁকড়ে ধরে একত্রিত থাকার নির্দেশ দিচ্ছেন। তিনি বলেন: <<আর তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের এবং পরস্পর বিবাদ করো না তাহলে তোমরা পরাজিত হবে এবং তোমাদের গাম্ভীর্য চলে যাবে, এবং ধৈর্য ধারণ করো, নিশ্চয়ই আল্লাহ

ধৈর্যশীলদের সঙ্গে আছেন>>, তিনি আরো বলেন: <<হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ, তার রাসূল, এবং তোমাদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের আনুগত্য করো>>

এবং হে সকল উলায়াত সমূহের খিলাফহর সেনারা! আপনারা দ্রুত একের পর এক বাইয়াত প্রদান করুন, যেমন ইতিপূর্বে প্রত্যেকবার আপনারা করেছেন। দেখুন, আজ বাতিলপন্থীরা নিকৃষ্ট দুনিয়া লাভের জন্য একে অপরের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে; এর জন্য তারা অন্ধের মতো জাতীয়তাবাদী শপথ গ্রহণ করে, তারপর সেই জাতিয়তাবাদের জন্যই তারা জাহেলি মরা মরে। আর আপনারা! ভেবে দেখুন, আপনারা তো আপনাদের প্রতিপালকের সন্তুষ্টির জন্য একত্রিত হচ্ছেন! তার শরীয়তকে দুনিয়ায় প্রতিষ্ঠিত করার জন্য যুদ্ধ করছেন! সেই মহান রবের রাস্তায় আপনারা লড়াই করে হত্যা করছেন এবং নিহত হচ্ছেন, সেই রবের কাছেই নিজেদের জীবনকে আপনারা বিক্রি করছেন! {সুতরাং আপনাদের সম্পাদিত বিক্রয় চুক্তিতে আপনারা খুশি হোন, আর এটাই হল বিরাট সফলতা}

হে খিলাফাহর সৈনিকগণ, হে বীরত্বের প্রতিকগণ, আপনারাই দৃঢ়তা এবং বিসর্জনের উপমা। আগেও ছিলেন এখনো আছেন। তারপরও আমরা হক এবং ধৈর্যের ক্ষেত্রে একে অপরকে সহযোগিতা করার জন্য উপদেশ এবং নসিহা হিসেবে বলছি: আপনাদের দাওলাহ -আল্লাহ একে সম্মানিত করুন- প্রতিষ্ঠার পর থেকেই এমনসব ভয়াবহ এবং দুর্যোগপূর্ণ অবস্থা অতিক্রম করেছে যার সামনে পাহাড়-পর্বতও টিকে থাকতে পারে না। কিন্তু দাওলাহ প্রত্যেকবারই দ্রুত সর্বোত্তম ব্যক্তিদের খনি উগরে দিয়েছে। আর ইতিহাসের প্রত্যেক জামানাতেই মুসলিমদেরকে কখনো বিজয় এবং কখনো পরাজয়, কখনো ভালো অবস্থা আবার কখনো খারাপ অবস্থার মধ্যে দিয়ে যেতে হয়েছ। এজন্যই ইসলামে বাইয়াতের সময় সুখে-দুঃখে, কঠিন-সহজ, ভালো-খারাপ সর্বাবস্থায় আনুগত্যের শপথ করতে হয়। যেমনটা নবী ﷺ এর হাদিসে এসেছে, তিনি বলেনঃ <<মুমিনের বিষয়টি বড়ই আশ্চর্যজনক, সব অবস্থাই তার জন্য কল্যাণকর, আর এটা শুধু মুমিনের ক্ষেত্রেই হতে পারে, যদি সে কোন ভালো অবস্থা পায়, তাহলে সে শোকর করে, এবং এটি তার জন্য কল্যাণকর হয়, আর যদি কোন খারাপ অবস্থা তাকে পেয়ে বসে, তাহলে সে ধৈর্য ধারণ করে এবং এটিও তখন তার জন্য কল্যাণকর হয়।>>

সুতরাং হে রিবাতরত মুজাহিদ! আপনার বিষয়টিও আশ্চর্যজনক! আপনিও তো এই বরকতময় রাস্তার দীর্ঘ সফরে উপরোক্ত দুটি অবস্থার কোন একটিতেই থাকেন। পূর্ববর্তী জামানার মুমিনরাও এই দুই অবস্থার বাইরে ছিলো না। রাসুলুল্লাহ ﷺ এবং খোলাফায়ে রাশিদিনের সিরাত তো আমাদের সামনেই রয়েছে। এইসব সিরাতের সারাংশই হলো, কখনো তারা সুখে ছিলেন তখন শোকর আদায় করেছেন, আবার কখনো দুঃখে ছিলেন, তখন ধৈর্য ধারণ করেছেন। এভাবেই তারা বদর, ওহুদ ও খন্দক পার করে মক্কা বিজয় করেছেন। সুতরাং হে খিলাফার সৈনিক! এই হলো তাদের সিরাহ, আপনি তাদের অনুসরণকেই বেছে নিন, হে খিলাফাহর সৈনিক।

অতপর নির্জন কারাগার ও বন্দী শিবিরে অবস্থানরত হে আমাদের বন্দী মুসলিম ভাই ও বোনেরা, আপনাদের উদ্দেশ্যে বলছি: আপনারা হলেন গোপন মুত্তাকী সৈনিক! রাতের ঘোড়সওয়ার! নিক্ষেপকারী ও তিরন্দাজদের অনুপ্রেরনা! তাই আপনারা আপনাদের কর্মক্ষেত্রের ব্যাপারে উদাসীন হবেন না এবং ভেঙ্গে পড়বেন না। কেননা আপনাদের কাছেই আছে সবচেয়ে শক্তিশালী এবং কার্যকর অস্ত্র। তাই আপনারা আল্লাহর কাছে কান্নাকাটি করতে কম করবেন না। এভাবে দোয়ার মাধ্যমে আপনারাও এই মহান যুদ্ধে শরীক থাকুন। আর আল্লাহর সাথে সম্পাদিত লাভজনক চুক্তি থেকে সরে যাবেন না। আর আপনাদের এই কষ্ট সহ্য করা ও ধৈর্য ধারণ করা সবই সওয়াবের কারণ। কেননা জিহাদ শুধু লড়াই এবং আক্রমণের মাঝেই সীমাবদ্ধ নয়। বরং তকদিরের উপর ধৈর্য ধরে রাত দিন অতিবাহিত করাও জিহাদ! আমরা আপনাদেরকে ভুলে যাইনি এবং কখনো ভুলবোও না। আপনাদেরকে মুক্ত করার জন্য আমরা এখনো সর্বোচ্চ চেষ্টা করে যাচ্ছি। সেটা যুদ্ধ করেই হোক আর সম্পদ দিয়েই হোক। সুতরাং আপনারা ধৈর্য ধারণ করুন এবং সওয়াবের আশা রাখুন, আর খুশি হোন সেই চুক্তিতে যা আপনারা সম্পাদন করেছেন।

আর হে নির্লজ্জ মুর্তাদ হাইয়াহ! তোমরা দালালী আর ইতরামিতে যে নিম্নস্তরে নেমেছো, ইতোপূর্বে আর কেউ এতটা নীচে নামেনি। তোমরা তো এক নিকৃষ্ট গুপ্তচর সংস্থায় পরিণত হয়েছো। মুসলিমদের বিরুদ্ধে গুপ্তচরবৃত্তি করা এবং তাদের গোপন তথ্যগুলো শত্রুদের পৌঁছে দেয়াই তোমাদের কাজ। তাইতো ক্রুসেডাররা এখনো তোমাদেরকে টিকিয়ে রেখেছে এবং তোমাদের থেকে হাত গুটিয়ে নিয়েছে! আর এজন্যই তাদের ড্রোনগুলো তোমাদের নেতাদেরকে দেখেনা। তোমরা এখন ক্রুসেডারদের গোয়েন্দা চোখ আর তাদের ক্রীড়ানকে পরিণত হয়েছো। তোমাদের মুখোশ এখন সবার কাছে উন্মোচিত। তোমরা দুনিয়ার বিনিময়ে দ্বীনকে বিক্রয় করে দিয়েছো। ক্ষণস্থায়ী জিন্দেগি পেয়ে আখিরাতকে ছুড়ে ফেলেছো! কতইনা নিকৃষ্ট এই ক্রেতা ও বিক্রেতা! তোমাদের এই চুক্তি, আর মুমিনদের সুসংবাদপ্রাপ্ত সেই বিক্রয় চুক্তির

মাঝে কতইনা পার্থক্য! আজ না হয় কাল তোমরা তোমাদের কৃতকর্মের ফল অবশ্যই ভোগ করবে। তোমাদের প্রয়োজন শেষ হবার পর তোমাদের নেতাদের দ্বারাই এটা হবে, কিংবা মুমিনদের হাতেই তোমরা এর শাস্তি পাবে। তারপর তোমাদেরকে ইতিহাসের আস্তাকুড়ে ছুড়ে ফেলা হবে, যেখানে লাঞ্ছনা আর অভিশাপই তোমাদের সঙ্গী হবে।

আর হে ক্রুসেডার আমেরিকা! অতীতে আল্লাহ তোমাকে আমাদের হাতে মার খাইয়েছিলেন, আর আজ আল্লাহর বান্দাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের পরিণতি হিসেবে আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমাদের উপর আজাব এসেছে। আর এ দুই শাস্তির মধ্যে তোমাদের জন্য আমরা আল্লাহর আজাবটাই বেশি পছন্দ করি। কারণ এটা আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত নিজের দিকে সম্বন্ধ করেছেন। তাছাড়া এটি আমাদের অন্তর প্রশান্তকারী, আর তোমাদের জন্য সবচেয়ে কঠিন এবং ভয়াবহ! করোনা মহামারি থেকে শুরু করে একের পর এক অর্থনৈতিক দুর্দশা, আর শেষ পর্যন্ত ক্রুসেডার-ক্রুসেডার যুদ্ধে তোমার ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে যাওয়া! এগুলো সবই আল্লাহর শাস্তি, যা তোমাদের অর্থনীতি এবং সামরিক শক্তিকে তিলেতিলে শেষ করে দিচ্ছে। এমনকি প্রক্সি যুদ্ধের জন্য তোমাদের বরাদ্দকৃত অস্ত্রভান্ডার ফুরিয়ে আসছে বলে তোমার সামরিক কমান্ডাররাই উদ্বেগ উৎকন্ঠা প্রকাশ করছে। ফলে তুমি এখন দুর্যোগপূর্ণ দিন, আর একের পর এক আগত মুসিবতের মাঝে ফেঁসে গেছো। সকল প্রশংসা এবং অনুগ্রহ আল্লাহর। আমরা আশা করি আল্লাহ যেন তোমার এই মুসিবতকে আরো বাড়িয়ে দেন! আর আল্লাহ তো আমাদেরকে আগেই এ ব্যাপারে তার কিতাবে সুসংবাদ দিয়েছেন যে, কুফফাররা প্রথম দিন ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করার পর থেকে এই পর্যন্ত তাদের এই ব্যয়বহুল ব্যর্থযুদ্ধে যেই আজাবের স্বাদ ভোগ করছে, তা বিচার দিবসের বিরাট আযাবের তুলনায় কিছুই নয়! এই আজাব শেষ পর্যন্ত তাদেরকে এমন অবস্থায় নিয়ে যাবে যে, তারা মহা পরাক্রমশালী বাদশাহর হুকুম এর সামনে আত্মসমর্পণ করে মুসলিমদের কাছে হাতজোড় করে প্রাণ ভিক্ষা চাইবে। আল্লাহর অনুগ্রহে আমরা ইতিমধ্যেই এই যুগে পৌঁছে গেছি। এই যুগে অতিসত্বর তোমরা অক্ষম হয়ে বশ্যতা স্বীকার করবে এবং পরাজয় মেনে নিবে। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ {আমি ফির'আউনের সম্প্রদায়কে দুর্ভিক্ষ ও ফসলাদির ক্ষতিতে আক্রান্ত করলাম, যাতে তারা সতর্ক হয়}, এই ধারাবাহিকতায় কিছু আয়াত পর আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ
"সুতরাং আমি তাদের উপর পাঠিয়ে দিলাম তুফান, পঙ্গপাল, উকুন, ব্যাঙ ও রক্ত প্রভৃতি বহুবিধ নিদর্শন একের পর এক। তারপরেও তারা গর্ব করতে থাকল। বস্তুতঃ তারা ছিল অপরাধপ্রবণ। যখন তাদের উপর শাস্তি আসত তারা বলত, হে মূসা! তোমার সাথে তোমার প্রতিপালকের যে ওয়াদা রয়েছে, তার উছিলায় আমাদের জন্য তোমার প্রতিপালকের কাছে দোয়া কর (যাতে তিনি এ আযাব দূর করে দেন)। তুমি আমাদের থেকে এই আযাব অপসারণ করলে আমরা তোমার কথা মেনে নেব এবং বনী ইসরাঈলকে অবশ্যই তোমার সঙ্গে যেতে দেব} [আল আ'রাফ ১৩০-১৩৪] ঠিক একই ঘটনা ঘটেছিল কুরাইশের ক্ষেত্রেও, যেমন রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন: "নিশ্চয়ই যুদ্ধ কুরাইশদের কোমর ভেঙ্গে দিয়েছে এবং তাদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে" এভাবে কুরাইশ শেষ পর্যন্ত পরাজয় স্বীকার করে নিল এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কাছে বাধ্য হয়ে ফিরে আসলো, আর আল্লাহ তার বান্দাদেরকে সুস্পষ্ট বিজয় দান করলেন।

শুনে রাখ আমেরিকা! ভালোভাবে শুনে নাও! তুমি যদি তোমার অহংকার আর গোমরাহীর মাঝে বাড়াবাড়ি করতেই থাকো, তাহলে এতে তোমার প্রতি আল্লাহর আজাব, যন্ত্রণা আর ক্রোধ বাড়তে থাকা ছাড়া আর কিছুই হবে না। অন্যদিকে তোমার এই বাড়াবাড়ি আল্লাহর বন্ধুদের দৃঢ়তা, ইয়াকিন ও অন্তর্দৃষ্টি-ই কেবল বৃদ্ধি করবে। এবং তারা কখনোই এই দ্বীনের জন্য যুদ্ধ করা থামাবে না যতক্ষণ না তাদের সর্বশেষ ব্যক্তি বিগত হয়! আল্লাহ অবশ্যই তার নির্ধারিত বিধান বাস্তবায়ন করবেন, "আল্লাহর চেয়ে অধিক সত্যবাদী বক্তব্য আর কার হতে পারে?

পরিশেষে আমরা আমাদের মুসলিম ভাইদেরকে আশ্বস্ত করছি যে, আমরা ওয়াদার উপর এখনো অবিচল আছি, আমরা না পরিবর্তিত হয়েছি, না পাল্টে গেছি। আমরা আল্লাহর ইচ্ছায় কিছুতেই পিছিয়ে যাবো না, কিছুতেই বসে পরবো না।

[কবিতা]

আমরা হলাম বজ্রাঘাত সহ্য করে ধৈর্য ধারণকারী!
উদম্য সুউচ্চ নিশানের ছায়ায় দ্রুত ধাবমান!
লেলিহান যুদ্ধে আমরা কখনো ক্লান্ত হবো না!
অতিকায় শক্তি দেখে আমরা কখনো ঘাবড়াবো না!
নাঙ্গা ঝলমলে তলোয়ার নিয়ে আমরা কুফরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যাবো!
আর তার লেজুরগুলোকে কর্তনকারী ধারালো ওসির আঘাতে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিব!

সুতরাং হে পৃথিবীর খিলাফাহর সৈন্যগণ, খিলাফাহর ভূমি ইরাক ও শামের হে সৈনিকগণ, হে খোরাসানের তাওহীদের ঘোড়সওয়ারগণ! হে আফ্রিকার সিংহ পুরুষেরা! হে সাহেলের যুদ্ধবাজ সন্তানগন!॥
দুনিয়া ব্যাপী ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা হে খিলাফাহর সকল

ইউনিট! নিশ্চয়ই আপনারা দেখেছেন, আদব-আখলাক ও আকিদা-মানহাজের মানুষের এই ব্যাপক অধঃপতনের মধ্য দিয়ে কিভাবে দাজ্জাল আগমনের পথ সুগম করা হচ্ছে। কাজেই আপনারা নিজ দায়িত্বে যত্নবান হোন। নিজের মর্যাদা ও কাজের গুরুত্ব অনুধাবন করুন।

হে খিলাফাহর সেনারা! বলুন আল্লাহর ঘরকে কে রক্ষা করবে? যখন এটিকে অপবিত্র করছে মুশরিকেরা! বলুন মাসজিদুল আকসার জন্য কে আছে? যখন ইয়াহুদীরা সেখানে কর্তৃত্ব খাটাচ্ছে এবং চক্রান্ত করে যাচ্ছে! বলুন আল্লাহর কিতাব এর সম্মান রক্ষার জন্য কে দাঁড়াবে? যখন একে পুড়ানোর জন্য উস্কানি দিচ্ছে ক্রুসেডাররা! আর আল্লাহর হুকুম পরিবর্তনকারী তাগুতেরা তো প্রতিদিন দফায় দফায় কুরআন পোড়াচ্ছেই! বলুন নিরপরাধ মা-বোনদের হাহাকার শোনার কে আছে? কে শুনবে দুর্বলদের আত্মচিৎকার? কে শরিয়ার জন্য নিজেকে বিসর্জন দিবে? কে আকিদাকে রক্ষা করার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়বে? হে অস্ত্র বহনকারী উম্মাহর পাহারাদারগণ! আপনারাই যুদ্ধের অগ্নিশিখা প্রজ্জ্বলনকারী! আপনারাই পারেন শত্রুদের সীমালংঘনকে থামিয়ে দিতে। আপনারাই পারেন শত্রু শিবিরে ঢুকে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতে। আপনাদের মাঝে রয়েছে হাজারো বারা এবং হাজারো আনাস! আল্লাহ আপনাদের মুখমন্ডল উজ্জ্বল করুন, আপনাদের একাকীত্ব দূর করুন, ও আপনাদের অন্তরকে দৃঢ় রাখুন। আল্লাহর বারাকাহ নিয়ে আপনারা অগ্রসর হোন, আপনাদের সম্পাদিত বিক্রয় চুক্তি পূর্ণ করুন, যেমন তা পূর্ণ করেছেন আপনাদের নেতা ও আমিরগণ! "সুতরাং আপনাদের সম্পাদিত বিক্রয় চুক্তিতে আপনারা খুশি হোন, আর এটাই হল বিরাট সফলতা"

হে কিতাব নাজিলকারী! মেঘমালা সঞ্চালনকারী! দলসমূহকে পরাজিতকারী আল্লাহ! শত্রুকে পরাজিত করুন তাদেরকে ছিন্নভিন্ন করুন এবং তাদের বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য করুন, "আর আল্লাহ নিজ কর্মে পূর্ণ ক্ষমতাবান কিন্তু অধিকাংশ মানুষই তা জানে না", সকল প্রশংসা রব্বুল আলামীন আল্লাহর জন্য।

আত-তামকীন মিডিয়া